এক ব্যর্থ শিক্ষকের আত্মকথা

আলী রেজা

আমি একজন শিক্ষক। এটা আমার প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়। সবাই আমার এ পরিচয়টাই জানে। সেই হিসেবে সাধারণ মানুষ আমাকে সম্মান করে। কিন্তু আমি জানি, আমি প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠতে পারিনি। তাই আমার আত্মপরিচয় হল আমি একজন ব্যর্থ শিক্ষক। আমি যে বিষয়ে বিএ ও এমএ পাস করেছি, সেই বিষয়ের শিক্ষক হয়েছি। একটি এমপিওভুক্ত কলেজে পড়াই। শিক্ষক হিসেবে চাকরি পাওয়ার পর আমার আর পড়াশোনার প্রয়োজন নেই। এ দলে আমি একা নই; আমার মতো আছে হাজার হাজার। তাদের কারও পড়াশোনার প্রয়োজন নেই। গাইড বইয়ের প্রকাশকের বিক্রয় প্রতিনিধির কাছ থেকে বিনামূল্যে পাওয়া একটি গাইড বই দেখে ক্লাসে পড়াই। এ দলেও শুধু আমি নই; আছে আমার মতো হাজার হাজার। আমার সহকর্মীদের মধ্যে কয়েকজন আছে যারা নিয়মিত পড়াশোনা করে। অনেকে উচ্চতর ডিগ্রিও নিয়েছে। কিন্তু তাদের তুলনায় আমি ভালো আছি। কারণ তাদের এই পড়াশোনা ও উচ্চতর ডিগ্রি চাকরি জীবনে কোনো কাজেই লাগে না।

আমার কলেজের সভাপতি, যিনি গণমানুষের একজন নেতা, তিনি দয়া করে আমাকে চাকরিটা দিয়েছেন। দয়া করে বললাম এই কারণে যে, আমার চেয়ে অনেক যোগ্য প্রার্থী ছিল। কিন্তু আমি মোটা অংকের টাকা দিয়ে কলেজের সভাপতি এবং তার ঘনিষ্ঠজনদের অনেককেই হাত করেছিলাম। ঘনিষ্ঠজনদের ভাষ্যমতে, টাকাগুলো নাকি ওই নেতার পকেটেই যায়। সত্য-মিথ্যা জানি না। সরকারি প্রতিনিধি যারা ছিলেন, তাদেরকে হাত করেছিলাম প্রিন্সিপালের মাধ্যমে। এজন্য প্রিন্সিপাল স্যারকেও খাওয়াতে হয়েছিল মোটা অংকের টাকা। পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নও পেয়ে গিয়েছিলাম প্রিন্সিপাল স্যারের মাধ্যমে। তারপরও অন্যান্য যোগ্য প্রার্থীর সঙ্গে পেরে উঠিনি। কারণ আমার সঙ্গে যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন তারা ছিলেন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। সেসব প্রার্থীর প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার শেষ নেই। তবে তাদের বদলে চাকরিটা হয়েছিল আমারই।

চাকরি পাওয়ার পর থেকে প্রিন্সিপাল স্যারের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে আমি কলেজের সব বিষয়ে নাক গলাই। কিন্তু আমার যেটি প্রধান কাজ— শ্রেণীকক্ষে পাঠদান— সে কাজে আমি অতিশয় অদক্ষ। শিক্ষার্থীরা আমার ক্লাস করতে চায় না। কারণ আমি ভালো পড়াতে পারি না। ভালো পড়াতে পারি না বলে আমার ক্লাস নিতেও ভালো লাগে না। আমার সহকর্মীরা আমার এই অযোগ্যতার বিষয়টি জেনেও মুখ খুলে কিছু বলে না। কারণ আমি প্রিন্সিপালের প্রিয়জন। শিক্ষার্থীরাও কিছু বলে না একই কারণে। তবে মাঝে মাঝে ক্লাসে গণহারে অনুপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীরা আমার অযোগ্যতাকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করে। ক্লাসের বাইরে আমি প্রভাবশালী বলে ক্লাসের অযোগ্যতাকে আমি খুব সহজেই ধামাচাপা দিতে পারি। শিক্ষকতার পাশাপাশি আমি ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গেও জড়িত। শিক্ষকতার চেয়ে ব্যবসায় আমার আয়-রোজগার বেশি। কলেজে শিক্ষকতার সুবাদে আমি যে সামাজিক মর্যাদা পাই আসলে আমি তার যোগ্য নই। আমার চরিত্র ব্যবসায়ীদের চরিত্রের সঙ্গে যতটা মেলে, শিক্ষকদের চরিত্রের সঙ্গে ততটা মেলে না। শিক্ষক হিসেবে নিজের অযোগ্যতাকে উপলব্ধি করে আমি মাঝে মাঝে মনোপীড়ায় ভুগি। কলেজ পর্যায়ে গভর্নিং বডি ও স্কুল-মাদ্রাসা পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটি সারা দেশে আমার মতো হাজার হাজার অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। তারাও দীর্ঘদিন চাকরি করবে। জাতি সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। আমি মাঝে মাঝে অবচেতন মনে কামনা করি আমার মতো অযোগ্য শিক্ষক যেন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ না পায়। আমার সন্তান যেন বঞ্চিত না হয় আমার শিক্ষার্থীদের মতো।

আলী রেজা : *কবি, কলেজ শিক্ষক*

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ...............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর